দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAR. 1 0 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

জরুরি ভিত্তিতে পরীক্ষা পদ্ধতি বদলের কাজ শুরু হোক

এসএসসি, এইচএসসি অর্থাৎ পাবলিক পরীক্ষায় নকল করা এখন একটা প্রায় সার্বজনীন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলমান এসএসসি পরীক্ষায় নকল করার ঘটনা নিয়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, কয়েকজন অধ্যক্ষ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সরেজমিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই মর্মে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় দৈনিকে।

নকল সম্পর্কে কুমিল্লার একজন অধ্যক্ষ বলেছেন, তিনি ২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখেছেন মস্তানরা হলে ভিআইপির মতো ঘুরছে। শিক্ষকরা নকল সরবরাহ করছে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নোত্তর পূরণ করছে বহিরাগতরা। একজন শিক্ষককে গ্রেফতার করা সম্পর্কে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন, ওই শিক্ষকই শুধু নয়, প্রায় সব শিক্ষকই নিজ হাতে ছাত্রদের নকল দিচ্ছেন। কয়েকটি কেন্দ্র পরিদর্শনের পর বোর্ডের চেয়ারম্যান তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে- ৮/১০ ফুট উঁচু দেয়াল টপকে, এমনকি টিনের চালা খুলে অনেক কেন্দ্রে নকল সরবরাহ করতে দেখা গেছে। কেন্দ্রের বাইরে ১৪৪ ধারা জারি থাকলেও কুমিল্লার কোথাও এর কার্যকারিতা নেই।

বোর্ড চেয়ারম্যান নকলের সর্বগ্রাসী চেহারা ধারণের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, শুধু ছাত্ররাই নয়, শিক্ষক, অভিভাবক, তথাকথিত রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা, বেআইনি স্বেচ্ছাসেবক কমিটি, এমনকি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্মচারী-পিয়নরাও প্রকাশ্যে নকল সরবরাহে জড়িয়ে পড়েছে। জেলার ৪৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৩৭টিতেই মহামারী আকারে নকল হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, রাজনৈতিক চাপেই অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ব্যাপক অনিয়ম সত্ত্বেও একই কারণে ওইসব কেন্দ্র বাতিলের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু বলা সম্ভব নয়।

এসএসসি পরীক্ষায় নকলের এই মহামারী রূপ শুধু যে কুমিল্লায় দেখা যাচ্ছে তা নয়, সারাদেশেরই চিত্র এ রকম। প্রতিবছরই পাবলিক পরীক্ষা শুরু হলে নকলের ছড়াছড়ি শুরু হয়ে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে গোটা সমাজ, তথা সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি পেশার প্রায় প্রতিটি মানুষই কোন না কোনভাবে পরীক্ষায় নকল প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় পাবলিক পরীক্ষার বর্তমান কাঠামো অথবা এখন যেভাবে এসএসসি, এইচএসসি এবং ডিগ্রী পরীক্ষা হচ্ছে সেভাবে পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতি বজায় রাখার বাস্তব কোন যুক্তি নেই। এ প্রসঙ্গে কুমিল্লারই ম্যাজিস্ট্রেট তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে তার মনে হয়েছে এ ধরনের পাবলিক পরীক্ষা নেয়ার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন না।

পাবলিক পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তনের কথা বেশ কিছু দিন ধরেই নানা ফোরামে আলোচনা হচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে অনেক। কিন্তু নীতিনির্ধারক মহল এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা অথবা এ বিষয়ে আদৌ কোন চিন্তা-ভাবনা করছেন কিনা তাও জানা নেই।

আমরা মনে করি পাবলিক পরীক্ষায় নকল পরিস্থিতি যে রকম ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এবং পুরো শিক্ষাব্যবস্থাকে যেভাবে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে সেই পরিস্থিতিতে পাবলিক পরীক্ষা পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। যে পরীক্ষা পদ্ধতি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে নকল করতে শেখায় বা যারা নকল করে না তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেই পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করছে না। এই পরীক্ষা পদ্ধতি যতদিন চলবে ততদিন শিক্ষার অবস্থার অবনতিই হতে থাকবে। আমরা মনে করি বড় আকারে শিক্ষা সংস্কারের কাজ কবে শুরু হবে আর কবে শেষ হবে তার জন্যে অপেক্ষা করার কোন অর্থ হয় না। ধ্বংসের হাত থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করতে হলে জরুরি ভিত্তিতে পরীক্ষা পদ্ধতি বদলের কাজ শুরু করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।